# মানস চৌধুরী
# সুবেহি খানসামা’র কবিতা

সুবেহি খানসামা'র কবিতা
মানস চৌধুরী

প্রথম অনলাইন সংস্করণ, ২০১২
বইয়ের দোকান

কপিরাইট : মানস চৌধুরী

প্রকাশক
বইয়ের দোকান
www. boierdokan.com

বইয়ের দোকানে প্রকাশের তারিখ : ৮ এপ্রিল, ২০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী : নির্ঝর নৈঃশব্দ

This is a collection of poems named 'Subehi khansamar kobita' by Manos Choudhury, published as e-book on www.boierdokan.com only.

সুবেহি খানসামা'র কবিতা

হাওয়া কয়
জ্ঞান ও পিপাসা
তুমি আর আমি
সোহাগ
নৈকট্য ও নৈঃসঙ্গ
অতল
ছোঁয়া
কলির কেষ্ট ১
কলির কেষ্ট ২
বিযুক্তি
বহুপ্রেম
রতি
বিরহ
ছোঁয়া
দূরের মানুষ
সম্মিলন
জোড়া পাখি নাই
সমুদ্রফেরৎ

## হাওয়া কয়

এত্তেলা পাঠাইছ খোদা এ তোমার পুরাতন রীতি
বীরের উপাস্য তুমি লোকে কয়। দুবলা বিরোধী
কানুন কেমনে কর ফরমান এ রকম ক্ষতি
আক্ছার ঘটে যায়। আমার জবান মানো যদি।

তোমার এত্তেলা ওগো প্রভু একখান ফলের কাহিনী
যেরূপ ফ্যাসাদ ফাঁদে সেইটুকই তোমার ক্ষমতা
ব্যাখ্যা ও তাফসিরে শয়তানে লয় ঝোল টানি
আমি খোদা এতকাল সযতনে শিখেছি মমতা।

মোর ভালবাসা ওগো খোদা বিস্তার জলের নাহান
দোষারোপ না করিয়া আমি কাজ করে থাকি শুন্শান
তুমি প্রভু দোষ মোরে দেছ! এইরূপ তোমারে মানায়?
তোমার সবল ব্যাটাকুল হিংস্রতা মওকুফ পায়।
আমি তাহা মানিনা গো খোদা, তোমায় পাইব চরাচরে
তাফসির আগেই বানাই তোমার কিতাব পাঠ পরে।

২০০১

## জ্ঞান ও পিপাসা

‘নয়নে নিরিখ বান্ধো’ গুরু বলে গেছে সেই কালে
গুরুবাণী ভাসি যায়, পায় পায় হাঁটি ভুল তালে।

শ্রবণ বেদিশা হলো কিতাবের ভুল পাঠ করে
ভ্রান্ত নয়নে তাই বেহুদা পিপাসা এসে ভরে।

তোমায় দেখবো বলে দু’ নয়নে পিপাসারা আসে
অন্তরালে জ্ঞানরসে গুরু তাই মিঠাকড়া হাসে।

ও তুমি পরম লাস্য! গুরুহীনা করেছো আমায়
জ্ঞানের রাজ্য থেকে তিলতিল পিপাসা কামায়।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০২

## তুমি আর আমি

যেদিন আমি দরজা খুলে দাঁড়াই, গন্তব্য জুড়ে তোমার পথে
করতলে আদর এসে জোটে, ছড়াই সেসব তোমার আকুল হাতে।
সেই মুহূর্তে উন্মিলনের মানে তুমি ভিন্ন আর কে বল জানে?
সেই মুহূর্তে গন্তব্যের মানে তুমি ভিন্ন আর কে বল জানে?

উন্মিলিত আজকে যখন তুমি
দরজা হাতে দাঁড়িয়ে তখন আকাশ দেখি আমি।

লালমাটিয়া, ঢাকা॥ ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২

## সোহাগ

হু হু করা বুকে নামে কাল বেয়ে শব্দহীনা মায়া
যে তুমি সমুখে বসে, তার কাছে খুঁজে ফেরে ছায়া।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২১ মার্চ ২০০২

## নৈকট্য ও নৈঃসঙ্গ

বান্ধা পায়ে বান্ধো বেড়ি
তোমার সকাল, আমার দেরী।

সেই বিয়ানে একলা বসে কান্দো দু' চোখ ভরে
সাইন্‌ঝা বেলায় আমার তখন একলা ঘুঘু ওড়ে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৬ জুন, ২০০২

## অতল

সব কথা শেষ হলে সব সারা হলে দেয়া নেয়া
তোমার শব্দের ভিড়ে বুঁদ হয়ে ডুবে থাকি যেই
তারপর তরঙ্গের নির্বিচার চলা, দুর পারে অদৃশ্য খেয়া
ভাসিবার সাধ জাগে, রশি ধরে ফের পাই খেই....

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২০ মে, ২০০২

## ছোঁয়া

ছুঁয়ে দেবো বলে সেই ভয়ে কোনকালে সরিয়েছো হাত
তারপর ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। আমাদের জীবনের সরস প্রভাত
রোদেরা মেলেছে ডানা, কাকেদের দল নামে পাখার পালকে
পরশ বুলিয়ে যায়। ঝিলকিয়ে রোদ হাসে কোন এক নতুন নোলকে।
ঘুম ভেঙে আমাদের বুক চেপে বসে ফেলে আসা অনীহার রাত।

এইসব গল্পরা জানে কোথাও সুমিতি নেই – কাজবাজ আশা
ভার হয়ে ডোবে, তবু ছোঁয়া এই আহা বুকের ভরসা।
যদি কোন অনিচ্ছার ভুলে হারায় কামনা, আর বুকে দেয় ডুব
নোলক-পাথর খুঁজে অন্ধকার রাত যাবে কাতরাবে খুব।
চেপে বসা বুকে বসে, সারাদিন ধরে, কাকেদের হিংসুটে বাসা।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৫ জানুয়ারী ২০০২

## কলির কেষ্ট ১

খাগড়ার বাঁশি এই, শুনি খুব বাঁশের আকাল
দশ দশা কিতাবেতে একাদশ বারতা কে দেবে
বাঁশি মুখে ও ছোঁড়া, ও পাড়াতে কালা রাখাল
কানের দুলের শোক একাদশ দশাতে শোনাবে।

নিমরাজি সই লো কানভর খাগড়া শোনায়
সেই কানে দুল কি গো, দুল জানি পাবে কি শরম
পার হয়ে গেল হেসে কত ব্রজনারী দু' আনায়
দুলের পেছনে লাগে ও ছোঁড়াটা নাইরে ধরম।

ধরমের কথা পেড়ে লাভ নাই পাষÊর কাছে
দুলজোড়া বেচে দিলে বাঁশি হবে আকালের বাঁশে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১৮.১০.০১

## কলির কেষ্ট ২

নামে জানি তুমি রাধা
ভোর প্রতি গলা সাধা
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে।

আমি দেখ মেরে কাঁছা
তলোয়ারে দাড়ি চাঁছা
বাঁশি ফুঁকে ব্যথা হয় গালে।

বলে বেড়াও কৃষ্ণ সখা
বংশীধারী, সুরে পাকা
আমার তো দফা রফা শেষ।

তার চেয়ে শিস ভালো
আওয়াজও বেশ জোরালো
কলি-গোপী যোগাযোগেও বেশ।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১৯.১০.০১

# বিযুক্তি

অলীক সম্পর্করাজি বহির্বাটি চৌরাস্তায় অষ্টপ্রহর নাড়ি ধরে টানে।
তার চেয়ে এই ভালো প্রকোষ্ঠে বন্দি হয়ে খোঁজ নাও নৈঃসঙ্গের মানে॥

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৯.১০.০১

## বহুপ্রেম

কোন্ সে পিরীত বান্ধে পরান কান্দে আকুল হিয়া
কেমন করে তালাশ নিবা মাপবা বা কী দিয়া॥

একের একের দুয়ের রতি হিসাব করে সতী পতি
কোন্ স্বভাবে এমন সহজ নিয়মে দাও যতি

আন্ধা লোকে বান্ধে পরান বৃন্দাবনে গিয়া॥

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৫ জানুয়ারী ২০০২

## রতি

কপাল গুণে এই পেয়েছি সার
গভীর হলো অন্তরেখায় জটিল পারাপার
তার চে' চলো প্রান্ত ভাঙার সুর লিখে যাই শুধু
তোমার আমার মধু....

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৩ জানুয়ারী ২০০২

# বিরহ

ভাবতেছো তুমি খুব দেবে টান
কালের ফ্যারে বাহির পরান
এই ভেবে কাটে তোমার বিরান রাত

আমি এদিকে ধানাই পানাই
নামেই কানাই কাহারে জানাই
সখী হারা ভবে হয়ে গেছি কুপোকাৎ

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৮ নভেম্বর ২০০১

## ছোঁয়া

ছুঁয়ে দেবো বলে সেই ভয়ে কোনকালে সরিয়েছো হাত
তারপর ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। আমাদের জীবনের সরস প্রভাত
রোদেরা মেলেছে ডানা, কাকেদের দল নামে পাখার পালকে
পরশ বুলিয়ে যায়। ঝিলকিয়ে রোদ হাসে কোন এক নতুন নোলকে।
ঘুম ভেঙে আমাদের বুক চেপে বসে ফেলে আসা অনীহার রাত।

এইসব গল্পরা জানে কোথাও সুমিতি নেই – কাজবাজ আশা
ভার হয়ে ডোবে, তবু ছোঁয়া এই আহা বুকের ভরসা।
যদি কোন অনিচ্ছার ভুলে হারায় কামনা, আর বুকে দেয় ডুব
নোলক-পাথর খুঁজে অন্ধকার রাত যাবে কাতরাবে খুব।
চেপে বসা বুকে বসে, সারাদিন ধরে, কাকেদের হিংসুটে বাসা।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ২৫ জানুয়ারী ২০০২

## দুরের মানুষ

তারপর একে একে সবগুলো বাতি নিভে গেলে
নামহারা তারাদের শুনশান আকাশ বিলাস
নাগরিক আসমান ভরে থাকা গাঢ় ধোঁয়া ঠেলে
তখন পাথর বুকে কি জানি কি বিভোর তালাশ

বাইরের শব্দরা ধীর পায়ে ঘরে এসে জোটে
ড্রেনের গন্ধ বেয়ে ভুল করে ফুটে যাওয়া ফুল
মাঝরাতে প্রহরীরা নির্ঘুম চাকরিতে হাঁটে
বুকের তালাশে চলে নিরুপায় অনিচ্ছার ভুল

সেইসব প্রহরেরা চাষ করে অনন্ত রাত
তখন অবাক কালে দরজায় পড়ে তার হাত।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৬ নভেম্বর ২০০১

## সম্মিলন

দাবদাহে কেটে গেল কতগুলো বিষাদের কাল
তোর পায়ে তোর গায়ে পায়রার আমি খুঁজে ফেরে
নিতান্ত সহজিয়া মায়া। তবু তার কোনরূপ ছিলনা কদর। সেই
ভ্রমণের কালে কতশত চিত্র ওঠে ভাসি, আমাদের
হাসি – যে পথে ঘুরেছে ফিরে, তার চিহ্ন তার পদভার
বুকে লয়ে কতকাল, ম্লান ক'রে বর্তমান পালা।

তবু তার জ্বালা
নিমেষে দেখেনি কোনো যতি, নির্ভুল রতি
সাকার সম্ভাব্যে কাটে ভুল সব বাদ্যের তাল।

এইভাবে বহুদিন পরে,
তোমার শব্দের রাজ্য লাস্য পরিসীমা
ত্রিকালের বিষাদরূপ বেয়ে জলধারা নিয়েছে তো চেয়ে।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ১৮ আগস্ট ২০০২

## জোড়া পাখি নাই

এতকাল নগরীতে নিবাসের ধুম পড়ে ছিল
কী বা যায় আসে বলো নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা ডাক পাড়ে যদি
আর চুপচাপ আমি তবু ভেসে যাই কাকের বাসায়!

সেইসব আকালের মাঝে পাখিদের পথে আমি
কা কা রবে ছড়াই না বিষাদ। দুর্নিবার জীবনের স্বাদ
কোন্ ভাষা দিয়েছিল পুরে, ভুলে যেতে যেতে পুনরায় থই মেলে তার।

পাখিদের সাথে তাই সম্পর্ক জটিল প্রকার
অনন্ত টানের সূতা ইতিকথা পুতুল নাচের হৃৎপিÉ বুকের ভেতর,
নাড়ি টানে টানতেই থাকে। শেষ নেই কোনো।

শরীর কোথায় থাকে পাখিদের এই জ্ঞান রাজনীতি হেতু,
তাহাদের সাথে তাই এ বিষয়ে মতভেদ নাই। নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার সেতু
কোনোরূপ ভাষাজ্ঞান ছাড়া অপরূপ ভেসে চলে নগর-নিবাসে। কিংবা
কপাট এঁটে জানালা মেলে বসি।

তবু নাই জোড়া পাখি নাই
ক' প্রহর বিরহ বিলাসে পাখিদের নিবিড় তালাশে
আত্মা আর ভাষার খোঁজ চলে – নির্বাণের মানে অত সহজ থাকে না।

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৩১ আগস্ট ২০০২

## সমুদ্রফেরৎ

তোদের পথে কালকে ভাসে নীল সমুদ্র জল
আমি তখন আজলা ভরে খুঁজতে থাকি তল।
তোদের তবে দুজন মিলে একলা বসে দেখা!
কখন আমার সে পথ ছিল স্বজনহারা শেখা।
আজ সকালে সূর্য নাকি ছিল তোদের মাঝে
আমার তবু খুব হাসি পায় প্রতিবেলার সাঁঝে।
বালু পায়ে মাখিয়ে যখন ফিরলি ঘরে তোরা
আমি মাপি শ্লেষ জীবনের কিভাবে ঘরপোড়া!

লালমাটিয়া, ঢাকা ॥ ৩১ আগস্ট ২০০২